ফিরে যাই শেকড় যেখানে

–হাসনান আহমেদ

ফিরে যাই শেকড় যেখানে–
যেখানে আমার নাড়ি পোতা আছে, আমার পূর্বসূরি, জ্ঞাতি ভাই-বোন বিজনে
শুয়ে আছে। আমার খেলার সাথী, শত্রু-মিত্র, পরমাত্মীয়, প্রতিবেশী,
আমার আকাশ ভরা একফালি স্মৃতিজাগানিয়া চাঁদ, এলাকাবাসী।
প্রাণের স্পন্দন সেখানে এখনো আছে, অবিরাম জীবন-খেলা সেই ভোররাত থেকে–
অগণন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ভাগবিমুখ মজুর-চাষি গায়ে ধুলোমাটি মেখে।
কথা ছিল আলোকবর্তিকা হবে, হবে সুশিক্ষিত, দেশসেবক, মানব সম্পদ,
বিলাবে সাম্যের বাণী, ন্যায়বিচার; পাবে মানবিক মর্যাদা, স্নেহাস্পদ।
সব আজ ধূলিধূসরিত পথে গেছে,
স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি কেজি-দরে বেচে খেয়েছে।
সুশিক্ষা নেই, সহানুভূতি নেই, দুঃস্থ সহায়তাও নেই, নেই কোনো স্বাস্থ্য-শিক্ষার কথা,
আছে প্যাঁচানো কথার মারপ্যাঁচ, কেওকেটা দুর্নীতিবাজ, দলীয় টাউট যথাতথা।
ওরা আজ বড্ড দুর্নমিত, যুগ যুগব্যাপী সুযোগবঞ্চিত, তাই বিপথগামী–
জানে না শিষ্টাচার, অভাব সুষ্ঠু চিন্তাধারার; বোঝে না ভালো-মন্দ, শুধু দলবাজি, নোংরামি।
আছে নেশার আখড়া, রামদা-কিরিচ, অপরাজনীতির বেসাতি, সর্বৈব মিথ্যাচার,
অন্তর্বিরোধ, কূটকৌশল, কুটনীতি, ধ্বংসের গতিময়তা, নির্ভেজাল অপপ্রচার
এই সুজলা-সুফলা সোনার এ বাংলাদেশে কে নিয়ে এলো!
শাশ্বত মূল্যবোধ, মানবতার বুলি, সাজানো স্বপ্ন, ভ্রাতৃত্ববোধ সব যেন তছনছ হয়ে গেলো।
অশিক্ষা-কুশিক্ষা-প্রতিহিংসায় সমাজ-জীবন দুর্বিসহ, অমূল্য জীবন অনেকটাই নষ্ট,
সাথে নেতা-গুরুর পঙ্কিল দীক্ষামন্ত্র, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি– ঘুটঘুটে অন্ধকার, তাই সুপথভ্রষ্ট।
আলোর বড় অভাব, সুকর্মের প্রশিক্ষণ নেই একেবারে, অথচ রয়েছে পেটের জ্বালা,
সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি দিনাতিপাত, ভবিষ্যৎ জীবন গড়ায় যথেচ্ছ অবহেলা।
ফিরে যাই সেখানে অহিংস মনে– সুশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সেবার ডালি নিয়ে জনে জনে,
গড়ে তুলি আরো নতুন সুদৃঢ় শেকড়– ভাবী অস্তিত্বের সন্ধানে ।

(পল্লবী, ঢাকা: ২৫.১২.২০২১)